মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ এক নারী গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ কুলসুম খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
আটক কুলসুম খাতুন সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি বাজিতপুর গ্রামের হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী।
মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলামিন হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম রবিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে যাদবপুর গোরস্থানের পাশে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতার্ (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, আটক কুলসুমের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামরা দায়ের করা হয়েছে।
আজ সোমবার (২১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের অভিযানে গাঁজাসহ একজন আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্পের একটি টিমের অভিযানে ৩২০ গ্রাম গাঁজাসহ লিয়াকত আলী (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আটক লিয়াকত আলী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ ব্রীজপাড়া এলাকার মৃত তাহের আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) বিকালের দিকে র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদে ধর্মদহ ব্রীজ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিয়াকত আলীকে গাঁজাসহ আটক করেন।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ জানান, মাদক বিক্রি হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে লিয়াকত আলী গাঁজাসহ গ্রেফতার হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক বিক্রির অভিযোগে দৌলতপুর থানায় আরো একটি মামলা রয়েছে।

লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দৌলতপুর থানায় মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আটক

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ডাকুকে আটক করেছে পুলিশ। আজিজুল হক ডাকু গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছা গ্রামের খোকন গাইনের ছেলে।

আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) ভোর রাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামে সম্প্রতি একটি চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করে আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিএনপি নেতা আজিজুল হক ডাকুকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলে, আজিজুল ইসলাম চৌগাছা গ্রামে একজন ভাল মানুষ। তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েছে। আমি এই গ্রেফতারের নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করছি।

[redacted]

[redacted]

এসময় সাইদুর পুলিশকে জানায়, তার মোবাইলে রেড্ডি নামের অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার সাইট লাইনবেটের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে তার মোবাইলে ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬১ টাকা রয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে তাদের আদালাতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে আটক সাইদুরসহ অন্যরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করে। যে কটা বিশ্বাস অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

জানা গেছে, গত ২০ অক্টোবর রাতে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে। তারা হলেন- মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩) কে আট করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ

মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে এ নিয়ে ১৬ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ ইনসান (৩৫) নামের একজনকে ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ইনসান মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের আব্দুলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৩ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম উপজেলার জয়পুর মাঠে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার অভিযানে মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই সাহেব আলী, এস আই আরিফুর রহমান ও এসআই হেকমত আলীসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রজু করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে আটক ইনসানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন মামলায় ১৩ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি ও ২ জন সন্দেহ ব্যাক্তিকে আটক করেন।

আটকৃতরা হলো আশরাফ হোসেন,লিটন মিয়া,আব্দুল মালেক,আব্দুল খালেক,স্বপন মিয়া,সাকিব মিয়া,হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন, ও রাজু।

গতকাল বুধবার রাতে বিভিন্ন এলকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই সঞ্জিত কুমার মন্ডল, এস আই তৌহিদুর রহমান শেখ, এ এস আই দিরাজ,এ এস আই আব্দুর গাফ্ফার শেখ, বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সি আর, জি আর মামলার আসামী জয়রামপুর গ্রামের ছবের আলীর ছেলে আশরাফ, কলাবাড়ি রামনগর গ্রামের ফকির চাঁদের ছেলে লিটন মিয়া,কাদিপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেকের ছেলে স্বপন মিয়া, আঃ মালে’র ছেলে সাকিব মিয়া, মুন্সিপাড়ার আশাদুল হকের ছেলে হাফিজুর রহমান, মৃত

রফিকুল ইসলামের ছেলে শহিদুল ইসলাম, মৃত আনছার আলীর ছেলে মুরশিদ আলী, বারিক আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম, পিরপুরের মৃত তাহের বিশ্বাসের েছেলে বিল্লাল হোসেন, জয়রামপুর হাজীপাড়ার আঃ রাজ্জাকের ছেলে রাজুকে আটক করেন।

আজ বৃহস্পতিবার তাদেরকে আদালতে সৌর্পদ করেন পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় দিন-দুপুরে চুরি স্বর্ণালঙ্কাসহ মা মেয়ে ও জুয়েলারি ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার মাদ্রাসা পাড়ায় বসত-বাড়িতে দিনে-দুপুরে স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় ১৮ ঘন্টায় চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (৭ নভেম্বর) দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া জেলার চৌঁরহাস এলাকার ক্যানেলপাড়া থেকে স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে পুলিশ। এ চুরির ঘটনায় মা- মেয়েসহ কুষ্টিয়ার জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে আটক করেছে । এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় স্বর্ণালঙ্কার চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলো- কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস ক্যানেলপাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী জাহানারা খাতুন (৬৫), তার মেয়ে রেজাউল করিমের স্ত্রী পলি খাতুন (৩৮) ও কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস মোড়ে সোহাগ জুয়েলারির মালিক সোহাগ (৩৮)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাদ্রাসা পাড়ায় সানোয়ার হোসেন ও স্ত্রী-জবেদা খাতুন তার ছেলের বউ বসবাস করে। গত (৬ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে সানোয়ার হোসেনের স্ত্রী জবেদা খাতুন বাড়ির পাশে কাপড় পরিস্কার করছিলো। তার ঘরে মেইন গেইট খোলা দেখে কুষ্টিয়ার চৌঁরহাস এলাকার আবুল হোসেনের স্ত্রী জাহানারা খাতুন বাড়িতে প্রবেশ করে। সুযোগ বুঝে সে ওয়ারড্রব খুলে বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নেয়।

পরে জবেদা খাতুন কাপড় পরিস্কার করে ঘরে ঢুকতে জাহানারাকে দেখতে পায়। সে পানি খাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ করেছে বলে জবেদা খাতুনকে জানায়। জবেদা খাতুন না বুঝে তার জন্য পানি আনতে গেলে সে পালিয়ে যায়। জবেদা খাতুন ঘটনাটি সন্দেহ হলে সে ওয়ারড্রব খুলে দেখে তার ও ছেলের বউ এর সকল স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে গেছে।

এমন ঘটনায় জবেদা খাতুন ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। পুলিশ ইতোপূর্বে আটকৃত জাহানারার ছবি দেখালে সে চোর নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় জবেদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কুষ্টিয়া জেলার চৌঁরহাস মোড়ে স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। সোমবার মধ্য রাতে পুলিশ দেখে জাহানারা খাতুন চুরির ঘটনা উন্মোচন করে।

জাহানারা খাতুন জানায়, স্বর্ণের দেড় ভরি ওজনের একটি চেইন ৪৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস মোড়ে সোহাগ জুয়েলারিতে বিক্রি করে। এছাড়াও চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার ও বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা তার মেয়ে রেজাউল করিমের স্ত্রী পলি খাতুনের নিকট রয়েছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে স্বর্ণালঙ্কার চুরির সাথে সম্পৃক্ত ৩ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার।

এ ঘটনায় কুষ্টিয়া জেলার জুয়েলারি মালিক সমিতির সভাপতি মিজান কুমার কর্মকার জানান, চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করতে সঠিক দোকানের রশিদ ও জাতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। তবে, চুরি সিন্ডিকেট এর সাথে সম্পৃক্ততা রেখে ব্যবসা পুরো বে-আইনি।

তিনি আরো জানান, যদি সোহাগ জুয়েলারির মালিক সোহাগ যদি চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার চুরির প্রমান মিলে।পরবর্তীতে ব্যবসায়ীক সমিতি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে।

স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, চুরির ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। চুরি হওয়া প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণের গহণা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন আটক

মেহেরপুর পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৫ জন আসামি আটক হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ আসামি রয়েছে। রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর থানা ও গাংনী থানার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মনোজ কুমার নন্দীর নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৫ গ্রাম হেরোইন, ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয় এছাড়া গাংনী থানায় ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় ২ টি সহ ৫ টি মামলা এফআইআরভূক্ত করা হয়।

আটকদের আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে বিজিবি

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তের আলমবাজার এলাকায় ৪৭ বর্ডাগার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি) কাজিপুর বিওপি অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন ও গাঁজাসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মোজাম্মেল হকের ছেলে বিদ্যুৎ হোসেন (৩২) ও করমদি গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে

বাদল হোসেন (২০)।

তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন (৩টি সীমসহ) ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সীমান্ত পিলার ১৪৫/৫ এস হতে ৫ শ গজ দুরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজিপুর আলমবাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করে বিজিবি’র টহল দলটি।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কাজিপুর বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মো: টিপু সুলতানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল এই অভিযানে অংশ নেন। এঘটনায় মামলা দিয়ে দুজনকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৩শ ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক-২

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান চালিয়ে ৩শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ ২ জনকে আটক করেছে। রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তাদের নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ মাদকদ্রব্য গুলো উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর জানান, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে মুরাদ আলী (৩৬), সাহাবুল হকের ছেলে জিবন (২০)।

তারা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন গোপনে মাদকদ্রব্য এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন বিক্রি করে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মুরাদ আলীর বাড়ি থেকে ৩ শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করে। মাদক বিক্রির সহযোগিতায় সহযোগী জিবনকে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।